দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG. 23 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১২

কোন পিতামাতাই চায় না তাদের প্রিয় সন্তান লেখাপড়া বাদ দিয়ে রাজনীতি করুক, বিশেষ করে সচেতন পরিবার তো নয়ই।

কেননা, ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে যথারীতি ক্লাস করা, পরীক্ষা দেয়া, ভাল রেজাল্ট করা। অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও- এই স্লোগানকে বাস্তবায়ন করা। এছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে এরকম ক্যাম্পাসভিত্তিক প্রকাশ্য ছাত্র রাজনীতির নজির নেই। শিক্ষার্থীদের মাঝে যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, নম্রতা এবং শিক্ষকপ্রীতি না থাকে, তাহলে বিদ্যা আসবে কিভাবে। ছাত্র যদি শিক্ষককে তেড়ে আসে, অবরুদ্ধ করে, গালি দেয় বা হুমকি-ধমকি দেয়, তাহলে উভয়ের মাঝে জ্ঞানের বিনিময় ঘটবে কিরূপে? এটা সত্য যে, মেধাবী ছাত্ররাই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ভর্তি হয়েই যদি একটি মেধাবী ছাত্র সন্ত্রাস-নির্ভর ছাত্র রাজনীতির হাতে বন্দী হয়, যদি একটি সিটের জন্য, একটু আবাসিক সুযোগের জন্য দলীয় ক্যাডারদের পেছনে ধরনা দিতে হয়, যদি বাধ্য হয়েই রাজনীতি করতে হয় তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা কোথায়? সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তির কারণে। আমরা কি এমন রাজনীতি চেয়েছিলাম যেটা ছাত্রদের হাতে কলমের পরিবর্তে অস্ত্র তুলে দেয়, শিক্ষাঙ্গনকে করে তোলে অস্থিতিশীল, কলুষিত করে শিক্ষার পরিবেশ, স্বপ্ন

ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি

হারায়, মেধা হারায় অনেকেই। ফলে শিক্ষিত বেকারের বোঝা দেশকেই বহন করতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি করা সাংবিধানিক অধিকার। যে কেউ তা করতে পারে। তাই বলে অন্যকে জিম্মি করে, দেশের ধ্বংস সাধন করে, শিক্ষাঙ্গনকে অচল করে নয়। যারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে যাবে, যারা দেশের কর্ণধার, যাদের হাতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তাদেরকেই এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। পাবলিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন দলের পরিচয়ে কোটার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। ফলে মেধাহীন অযোগ্য ছাত্ররাই ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এরাই রাজনীতির নামে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। রাজনীতি করা যেমন নাগরিক অধিকার, তেমনি না করে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করাও নাগরিক অধিকার। ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হামলা-মামলা, অবরোধ, মিছিল-পাল্টা মিছিল ইত্যাদি প্রায় লেগেই থাকে। ফলে সেশনজট, বিলম্বে রেজাল্ট প্রকাশ, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না হওয়া, ঘন ঘন শিক্ষক বদলী শিক্ষার্থীদের জীবনকে জিম্মি করে রাখে। ছাত্রদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এসময়কে নষ্ট করে দেয়া নাগরিক অধিকার অস্বীকার করার শামিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যানবাহন ভাংচুর, ফাইলপত্র পুড়ে ফেলা, অফিস, ক্লাস রুম, হল রুমে হামলা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পরীক্ষা চলাকালীন সময়েও আমাদেরকে হরতাল উপহার দেন তথাকথিত দেশ প্রেমিকরা। আন্দোলনের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, পুলিশের পিটুনি, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ইত্যাদির শিকার হতে হয় এদেশের মেধাবী কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের। সুতরাং হরতাল, অবরোধ বন্ধ করার জন্য যেরূপ দাবী উঠছে, ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করাও সময়ের দাবী। কারণ, রাজনীতি এবং বিদ্যা অর্জন একসাথে চলতে পারে না। যারা প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, উৎপাদনমুখী রাজনীতি করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিক্ষাঙ্গন ছাড়া রাজপথই নিরাপদ এবং উপযোগী। অনুরূপভাবে অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের সন্তানকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করা। তাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে এবং মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা জরুরী। এটা করতে হবে দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনকে বাঁচানোর স্বার্থে।

❑ **হাফেজ আব্দুল হান্নান মানিক**
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে